সংলাপ প্রতিবেদন ১০৮

২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনা

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, রোড ৩২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৮১২৪৭৭০, ৯১৪৩৩২৬, ৯১২৬৪০২
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৮১৩০৯৫১
ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩

স্বত্ব © সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রতিবেদনে উল্লেখিত মতামত একান্তভাবে সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব। এর সাথে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর বা অংশগ্রহণকারীদের সংশ্লিষ্ট সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে।

টাকা ৪০
USD 5

ISSN 1818-1538

C52013_1DR108_MPA

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় অধ্যাপক রেহমান সোবহানের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিডি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অংশীদারিত্ব ও জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে সিপিডি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সংলাপ আয়োজন সহ বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে আসছে।

সিপিডি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে নিয়মিত সংলাপ পরিচালনা করে থাকে যার মাধ্যমে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে মুক্ত আলোচনার সপক্ষে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সিপিডি সবসময় সচেষ্ট। এসব সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিপিডি বাংলাদেশের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর দেশের জনগণের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সিপিডি সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও পেশাজীবী, জনগণ, ব্যবসায়ী মহল, জনপ্রতিনিধি, নীতি-নির্ধারকবৃন্দ, সরকারি আমলা, উন্নয়ন-অংশীদারসহ বিশেষজ্ঞগণ, তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের নেতৃবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল গ্রুপসমূহকে নিয়ে নিয়মিত নীতি সংলাপ আয়োজন করে থাকে। সিপিডির লক্ষ্য হলো এ ধরনের সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব নীতিমালার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেগুলোর পক্ষে ব্যাপক জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলা। বিগত সময়ে এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সিপিডি একটি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ও সুশীল সমাজের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সংলাপ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যগত ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সিপিডি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। সিপিডিতে চলমান গবেষণাসমূহের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে: সামষ্টিক অর্থনীতি পর্যালোচনা; রাজস্ব নীতি ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ; দারিদ্র্য, অসমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার; কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন; বাণিজ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিশ্বায়ন; বিনিয়োগের প্রসার এবং শিল্প কারখানা ও অবকাঠামোর উন্নয়ন; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ; মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা; এবং উন্নয়নের জন্য সুশাসন, নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠান।

নীতি গবেষণা ও সংলাপের ক্ষেত্রে পরিচালিত কার্যক্রম ও সার্বিক আবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ Think Tank Initiative-এর আওতায় ২০০৯ সালে বিশ্বজুড়ে এক প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য সিপিডিকে নির্বাচিত করা হয়। বেশ কিছু আন্তর্জাতিক তহবিল ও সরকারের গৃহীত এ যৌথ উদ্যোগটি পরিচালনা করে কানাডার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (আইডিআরসি)।

সিপিডির গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য সিপিডির একটি সক্রিয় প্রকাশনা কর্মসূচিও (বাংলা ও ইংরেজি) রয়েছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিপিডি নিয়মিতভাবে **সিপিডি সংলাপ প্রতিবেদন সিরিজ** (CPD Dialogue Report Series) প্রকাশ করে থাকে।

বর্তমান প্রতিবেদনটি ***২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনা*** শীর্ষক সংলাপের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। সংলাপটি ২৫ জুন ২০১২ তারিখে রাজশাহীর নানকিং দরবার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন: *আফসানুর আহমেদ*, প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি।

নির্বাহী সম্পাদক: *মিজ আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ*, পরিচালক, ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগ, সিপিডি।
সিরিজ সম্পাদক: *অধ্যাপক রেহমান সোবহান*, চেয়ারম্যান, সিপিডি।

সংলাপ প্রতিপাদ্য

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে গত ২৫ জুন ২০১২ তারিখে রাজশাহীর নানকিং দরবার হলে **২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনা** শীর্ষক একটি সংলাপ আয়োজন করা হয়। সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ *অধ্যাপক এম আব্দুর রহমান*। সংলাপে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান *অধ্যাপক মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান*। সিপিডির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো *ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম* মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। নির্ধারিত প্যানেল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক *ড. তারিক সাইফুল ইসলাম*, রাজশাহী চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রাক্তন পরিচালক *জনাব আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী* এবং সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো *ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য*। সিপিডির নির্বাহী পরিচালক *অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান* সংলাপ সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন এবং সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া সংলাপে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগের শিক্ষাবিদ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিগণ, ব্যবসায়ী, ছাত্র, রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ আরও অনেকে। সংলাপে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রতিবেদনের শেষে সংযুক্ত করা রয়েছে।

পরিচিতি ও সূচনা বক্তব্য

সিপিডির নির্বাহী পরিচালক *অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান* মাননীয় সভাপতি, প্রধান অতিথি, নির্ধারিত আলোচকবৃন্দ, সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং উপস্থিত সুশীল সমাজের মাননীয় ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার সূচনা বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, বাজেট একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দলিল এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এর ওপর নির্ভরশীল। তাই সিপিডি প্রতি বছর জাতীয় বাজেট নিয়ে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তিনি আরো বলেন বাজেটে যে ধরনের বিনিয়োগের প্রস্তাব করা হয় তার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সারা দেশের অর্থনীতিতে থাকে বিধায় বাজেট বিশ্লেষণ অত্যন্ত সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। এ প্রক্রিয়ারই অংশ হিসেবে শুধু ঢাকা নয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণী গোষ্ঠী ও গবেষকদের মূল্যবান মতামত জানার এবং সরকারের কাছে তা তুলে ধরার অভিপ্রায় থেকেই সিপিডি প্রতি বছর ঢাকার বাইরেও একটি সংলাপের আয়োজন করে। এ ধারাবাহিকতায় সিপিডি ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেট সংলাপ রাজশাহীতে নিয়ে এসেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগকে যৌথ আয়োজক হিসেবে সম্মতি প্রদান করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে উপস্থিত সকলে আজ শুধু বাজেট নয়, সমগ্র অর্থনীতির বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেবেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম তার উপস্থাপনায় সরকারের আয়-ব্যয় কাঠামো, রাজস্ব সংক্রান্ত প্রস্তাবনা, অর্থনৈতিক বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রস্তাবনা, সামাজিক খাত এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক প্রস্তাবনা, সংস্কার ও নীতিমালা বিষয়ক উদ্যোগের প্রস্তাবনা এবং একই সাথে বাজেট বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি

২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এ বাজেটকে বর্তমান সরকারের পূর্ণাঙ্গ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য সর্বশেষ বাজেট বলে উল্লেখ করেন। প্রথমে তিনি ২০১১-১২ অর্থবছরে সরকারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জনের কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হচ্ছে: (১) রাজস্ব খাতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) উল্লেখযোগ্য অবদান; (২) কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধি; এবং (৩) রেমিট্যান্সের স্থিতিশীল প্রবাহ। একই সাথে তিনি এ অর্থবছরের আর্থিক খাতের চ্যালেঞ্জগুলোও উল্লেখ করেন; যেমন – (১) রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় চাপ; (২) উচ্চ মূল্যস্ফীতি; (৩) সরকারি এবং বেসরকারি বিনিয়োগে শ্লথগতি; (৪) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শ্লথগতি; (৫) বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের ওপর সৃষ্ট চাপ। পাশাপাশি ড. *মোয়াজ্জেম* ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে সরকারের কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও তুলে ধরেন। সেগুলো হলো – (১) আর্থিক খাত সংহত করার উদ্যোগ; (২) বিনিয়োগের শ্লথগতিকে মূল অভীষ্টে ফিরিয়ে নিয়ে আসা; (৩) মূল্যস্ফীতি দমন করা; এবং (৪) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে পুনরুজ্জীবিত করা। অর্থনৈতিক অর্জন, আর্থিক খাতের চ্যালেঞ্জ এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তাবিত উদ্যোগ – এ তিনটি দিকের ওপর আলোকপাত করে ড. *মোয়াজ্জেম* ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটের যে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন তা নিচে তুলে ধরা হল।

প্রবৃদ্ধি

ড. *মোয়াজ্জেম* তার বক্তব্যে জাতীয় আয় প্রবৃদ্ধির বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কতটুকু বাস্তবায়নযোগ্য সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেন। তিনি বলেন ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধি যেখানে ৬.৩ শতাংশ সেখানে এক বছরের ভেতর অতিরিক্ত ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টা একটি বড় রকমের প্রত্যাশা। সরকারের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে যে তিনটি খাতে সরকারকে প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হবে সেগুলো হলো – কৃষিখাতে ০.৮ শতাংশ (যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ০.৫ শতাংশ), শিল্পখাতে ৩ শতাংশ (যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ২.৮ শতাংশ) এবং সেবাখাতে ৩.৪ শতাংশ (যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ২.৯ শতাংশ)। উল্লেখিত এ উপাত্তের ভিত্তিতে ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন সরকারের একটি উচ্চ প্রত্যাশা বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন বিগত ১০ বছরে বর্ধিত (incremental) প্রবৃদ্ধি কখনও ০.২ শতাংশের বেশি লক্ষ করা যায়নি। ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধি ৪.৬ শতাংশ বাড়ানো প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ লক্ষ্যে বিনিয়োগ ২৫ শতাংশ থেকে ২৯.৬ শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ ১৯.১ শতাংশ থেকে ২২.৭ শতাংশে এবং সরকারি বিনিয়োগ ৫.৯ শতাংশ থেকে ৬.৯ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। ড. *মোয়াজ্জেমের* মতে ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিনিয়োগের এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সরকারের জন্য খুবই দুরূহ হবে।

সরকারি আয়-ব্যয় কাঠামো

২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটটি ১৯১,৭৩৮ কোটি টাকার একটি বাজেট। ড. *মোয়াজ্জেমের* মতে এই বাজেটে আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হলো রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি (২১.৬ শতাংশ)। উল্লেখ্য, এ বছরের প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপির পরিমাণ ৫৫,০০০ কোটি টাকা যা প্রস্তাবিত সরকারি ব্যয়ের ২৮.৭ শতাংশ এবং ২০১২

সংশোধিত এডিপির ২৫.৫ শতাংশ। যদিও সিপিডির প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০১২-এর শেষান্তে এডিপির এ পরিমাণ দাঁড়াবে ২৩.৪ শতাংশ।

ড. *মোয়াজ্জেম* বলেন, প্রতি বছর বাজেটে টাকার অঙ্ক বেড়ে যাওয়ায় প্রবৃদ্ধি অনেক বেশি হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়; কেননা মূল্যস্ফীতির সাথে সমন্বয় করে প্রকৃত অর্থে হিসাব করলে প্রবৃদ্ধির গতি ততটা বেশি মনে হয় না। সিপিডির হিসাব অনুযায়ী এ বছর প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৬ শতাংশ হয়ে থাকতে পারে। ড. *মোয়াজ্জেম* বলেন নতুন বাজেটে আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রায় অসামঞ্জস্য রয়েছে এবং সরকার যেসব উৎস থেকে ঘাটতি পূরণের প্রস্তাব করেছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থায়ন যার জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে ৩.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু ২০১২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বৈদেশিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ মাত্র ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এক বছরে বৈদেশিক সূত্র থেকে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ কীভাবে অর্জন সম্ভব সে বিষয়েও ড. *মোয়াজ্জেম* প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি আরও বলেন, ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক খাত থেকে সরকারের ঋণ নেয়ার প্রত্যাশা কতটুকু সফলতা অর্জন করবে সে ব্যাপারেও তিনি সন্দিহান।

রাজস্ব আদায়ের দিকটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. *মোয়াজ্জেম* বলেন প্রস্তাবিত বাজেট অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কেননা, রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এ বছরের বাড়তি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৮০.২ শতাংশ, যার ২৯.২ শতাংশ আয়কর থেকে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। আয়কর থেকে প্রত্যাশিত রাজস্ব আয়ের এ লক্ষ্যমাত্রা গত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। আবার অন্যদিকে আমদানি শুল্ক থেকে প্রাপ্ত আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নস্তরে নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষ তিনটি দিক হলো সুদজনিত ব্যয়, বেতন ও পারিশ্রমিক, ভর্তুকি এবং চলতি হস্তান্তর (current transfer), যার পরিমাণ ধার্য্য করা হয়েছে ৮১.৪ শতাংশ। এই বিপুল পরিমাণ ব্যয় বহন করতে গিয়ে সরকারকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক খাতের ব্যয় কমিয়ে আনতে হচ্ছে বলে ড. *মোয়াজ্জেম* মনে করেন। এক্ষেত্রে ভর্তুকির পরিমাণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১১-১২ অর্থবছরের শেষে ভর্তুকির পেছনে ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০,১৫৪ কোটি টাকা যা বছরের শুরুতে প্রস্তাবিত ভর্তুকির পরিমাণের চেয়ে ৪৭ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ সরকারকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রার চেয়ে ১০,০০০ কোটি টাকা বেশি ব্যয় করতে হয়েছে। সরকার ব্যয় সমন্বয়ের লক্ষ্যে এ বর্ধিত ব্যয়কে পরবর্তী অর্থবছরে (২০১২-১৩) ব্যয়ের খাতে যুক্ত করেছে যা সামগ্রিক ভর্তুকি ব্যবস্থাপনার এক ধরনের দুর্বলতাকে ইঙ্গিত করে বলে ড. *মোয়াজ্জেম* মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন ভর্তুকি কমানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রে সরকারকে মূল্য সমন্বয়ের দিকে জোর দিতে হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে সরকার যে ঋণ নিচ্ছে মূল্য সমন্বয় তারই একটি শর্ত। এ ধরনের সমন্বয়ের অভিঘাত অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের ওপর পড়ছে।

এডিপির জন্য এ বছর বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫৫,০০০ কোটি টাকা যা ২০১২ সালের সংশোধিত বাজেটের প্রায় ৩৪ শতাংশ বেশি। এডিপির মাত্র ৩৯.১ শতাংশ হলো প্রকল্প সাহায্য। প্রকল্প সাহায্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দেশজ সম্পদ বেশি ব্যবহার করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। আপাত দৃষ্টিতে এটি সরকারের সক্ষমতা প্রমাণ করলেও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিদ্যমান চাপের কারণে অভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না বলে ড. *মোয়াজ্জেম* মনে করেন। সরকার এ বছরের বাজেটে ৩৫টি নতুন প্রকল্প গ্রহণের ঘোষণা করেছে যা সমগ্র এডিপির মাত্র ১.৩ শতাংশ। প্রতি বছরই দেখা যায় নতুন প্রকল্প খুব বেশি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না কারণ বিগত

বছরের অনেক প্রকল্পের কার্যক্রম চলতে থাকে। পরিকল্পনা কমিশনের তথ্যানুযায়ী সরকার কর্তৃক ঘোষিত ৬৪৬টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ৩৩০টির মত প্রকল্প আগামী বছর সম্পন্ন করা সম্ভব হবে যা সরকারের লক্ষ্য ও প্রাপ্তি এ দুইয়ের মধ্যকার বিরাট নেতিবাচক ব্যবধানকে নির্দেশ করে। তিনি আরও বলেন সরকার অনেক প্রকল্পেই খুব অল্প পরিমাণ বরাদ্দ দেয় বলে সেই প্রকল্পগুলো বছরের পর বছর চলতে থাকে এবং এর ফলে সরকারের ব্যয়ের ওপর এক ধরনের চাপের সৃষ্টি হয়। এ বছর এ ধরনের প্রকল্পের সংখ্যা ৮৩টি যাতে সরকারের বরাদ্দ প্রায় ১ কোটি টাকা। এ প্রসঙ্গে ড. *মোয়াজ্জেম* পদ্মা সেতু প্রকল্পের দিকে আলোকপাত করেন। বাজেটে পদ্মা সেতু প্রকল্পে প্রায় ২,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর ভেতর ১,৭০০ কোটি টাকা বিভিন্ন বৈদেশিক সূত্র (ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা) থেকে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে ড. *মোয়াজ্জেম* বলেন সিপিডি আশা করে এই প্রকল্পে অর্থায়নের ক্ষেত্রে মূল উদ্যোক্তাদের মাধ্যমেই সরকার যেন উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে সক্রিয় হয়।

অতএব সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় সরকারের কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায়, দক্ষতার সাথে এডিপি বাস্তবায়ন এবং বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির ওপর বাজেটের আয়-ব্যয় কাঠামোর সফলতা নির্ভর করছে।

রাজস্ব পদক্ষেপসমূহ

বাজেট ঘোষণার পূর্বে সিপিডি সরকারের কাছে মূল্যস্ফীতির কারণে প্রকৃত আয়হ্রাস পেতে পারে এ বিবেচনায় করমুক্ত আয়ের সীমা ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা থেকে ২ লাখ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব পেশ করেছিল। কিন্তু সরকার জনগণের আয় সাধারণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এ যুক্তি দিয়ে আয়করের সীমা ১ লাখ ৮০ হাজার টাকাতে অপরিবর্তিত রেখে নিম্নতম করের পরিমাণ ২,০০০ টাকা থেকে ৩,০০০ টাকায় উন্নীত করেছে। ড. *মোয়াজ্জেমের* মতে নিম্নতম করদাতা গোষ্ঠীর কথা ভাবলে সরকারের এ পদক্ষেপ সামাজিক সাম্যের পরিপন্থী এবং একটি বিপরীতমুখী পদক্ষেপ। সরকার তার রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিগারেট কোম্পানির ওপর কর্পোরেট কর বাড়িয়েছে, অন্যদিকে অ-তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ কর ছাড় প্রদান করেছে। কিন্তু পুঁজিবাজারের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে এ কর ছাড় অপ্রয়োজনীয় বলে ড. *মোয়াজ্জেম* মন্তব্য করেন। রপ্তানি খাতে আয়ের উৎসের ওপর করের হার ১.২ শতাংশ ধার্য্য করা হয়েছে যা গত বছর ছিল ক্ষেত্র বিশেষে ০.৬ শতাংশ এবং ০.৭ শতাংশ। সাধারণভাবে হিসাব করে দেখা গেছে মুনাফার ওপর এ কর ১৭ শতাংশের মত দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে ড. *মোয়াজ্জেম* বিশ্ববাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কিছুটা শ্লথগতির কথা উল্লেখ করে বলেন এরূপ সমধর্মী করের হার ১.২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশে ধার্য্য করা হলে একদিকে রপ্তানিকারকেরা লাভবান হবে, অন্যদিকে সরকারের কাঙ্ক্ষিত আয় বজায় থাকবে। ড. *মোয়াজ্জেম* মোবাইল ফোনকে দারিদ্র্যের নিম্নস্তরের (কর আওতা-বহির্ভূত) জনগণেরও ব্যবহৃত দ্রব্য হিসেবে উল্লেখ করে এর ওপর আরোপিত কর কমানোর জন্য পুনর্বিবেচনার দাবী জানান। নতুন অর্থবছরের বাজেটে পোস্ট এবং প্রি-পেইড উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিবার রিচার্জে ২ শতাংশ কর ধার্য্য করা হয়েছে।

সরকার এ বছরের বাজেটে দেশীয় শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতে আমদানি কর এবং সম্পূরক কর সংক্রান্ত বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন করেছে – ৩৭টি পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পূরক কর বাড়ানো এবং ৪৩টি পণ্যের ক্ষেত্রে আবগারি শুল্ক কমানো হয়েছে। তবে এই কর কাঠামো সংস্কারের ক্ষেত্রে বাজেটে ১৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত একটি স্তর যোগ করা কতটুকু যৌক্তিক সে বিষয়ে ড. *মোয়াজ্জেম* প্রশ্ন তুলেছেন। আবার ব্যাংক সুদের ওপর করদাতা

নম্বর (টিআইএন) থাকলে ১০ শতাংশ এবং এ নম্বর না থাকলে ১৫ শতাংশ কর দিতে হবে। মূলত টিআইএন নিতে জনগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাজেটে এ বছরও ১০ শতাংশ অতিরিক্ত কর দিয়ে অপ্রদর্শিত আয়কে বৈধ করার সুযোগ রাখা হয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় অপ্রদর্শিত আয়ের ওপর এ করারোপের ফলে সরকার খুব বেশি লাভবান হতে পারেনি এবং এ পদক্ষেপ অনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি পরোক্ষ বৈধতা প্রদান করে বলে সিপিডি মনে করে। এ পর্যায়ে ড. *মোয়াজ্জেম* কর প্রশাসনকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উল্লেখ করেন। এগুলো হলো:

- নীরিক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং এ লক্ষ্যে Revenue Audit Manual তৈরি করা
- রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ নির্মাণ এবং তা ডিজিটাইজ করা
- PSI ব্যবস্থা উঠিয়ে ASYCUDA প্রচলন করা
- অনলাইনে টিআইএন-এর আবেদন ব্যবস্থা চালু করা
- প্রায় ৮০০ নতুন সহকারী আয় কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন

খাতভিত্তিক উদ্যোগ

সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ খাত কৃষিখাতে এ অর্থবছরের বাজেটে ভর্তুকি কমিয়ে ৬,০০০ কোটি টাকা করা হয়েছে। কিন্তু ইউরিয়া এবং পটাস সারের দাম বিশ্ববাজারে বেড়ে যাওয়ায় সব রকম সারের ক্ষেত্রে মূল্য সমন্বয় ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। তাই ভর্তুকি কমিয়ে কৃষিখাত শক্তিশালী করার উদ্যোগ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বলে ড. *মোয়াজ্জেম* মন্তব্য করেন। কৃষি ক্ষেত্রে বৈচিত্রতা আনতে যব এবং সুগার বীট উৎপাদনের ওপর সরকারের ৫০ শতাংশ কর মওকুফকে ড. *মোয়াজ্জেম* সাধুবাদ জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় শস্য বীমা চালু করার ঘোষণা দিলেও বাজেটে এর জন্য কোনো আলাদা বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বছরের বাজেটে ২২ লাখ টন শস্য গুদামজাত করার জন্য দুইটি নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যদিও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এর জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ পরিলক্ষিত হয়নি। পোল্ট্রি খাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে উল্লেখ করে ড. *মোয়াজ্জেম* বলেন, এ খাতকে উজ্জীবীত করার লক্ষ্যে ট্যাক্স হলিডে প্রদানের পদ্ধতি আরও কয়েক বছর চালু রাখা প্রয়োজন, যার প্রস্তাবনা সিপিডির পক্ষ থেকে পূর্বেই মাননীয় মন্ত্রীর কাছে উত্থাপিত হয়েছে।

শিল্পখাতে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা প্রয়োজন বলে ড. *মোয়াজ্জেম* মন্তব্য করেন। বিদ্যমান সার কারখানায় সরকার যেখানে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ করতে পারছে না সেখানে নতুন প্রকল্প 'শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি প্রকল্পে' কতটুকু গ্যাস সরবরাহ করতে পারবে এ নিয়ে সিপিডি শঙ্কা প্রকাশ করে, যদিও এডিপিতে এ প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এসব প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি খাতের হস্তক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মনে করেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি 'গার্মেন্টস শিল্প পার্ক' যা

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বা পিপিপি-র অধীনে গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তা কাঙ্ক্ষিত সময়ের (২০১৫) মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে কার্যক্রম চালু করার দাবী জানান। এছাড়াও তিনি বলেন, বিজেএমসি-র সকল দায় সরকার নিজে বহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু আধুনিকায়ন ছাড়া শুধু ঋণ সমন্বয় করে খুব বেশি উন্নতি সম্ভব নয়। আবার রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোর (ইপিজেড) ক্ষেত্রে সরকারি মালিকানাধীনগুলোই ট্যাক্স হলিডে সুবিধা উপভোগ করছে। এই একই সুবিধা বেসরকারি মালিকানাধীন ইপিজেডগুলোতেও প্রদান করলে আরও বেশি বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা সম্ভব।

বাজেটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতে ৭ লাখ টাকা পর্যন্ত টার্নওভারের জন্য পূর্ণ কর মওকুফ করা হয়েছে এবং ৭-২৪ লাখ টাকা পর্যন্ত ২ শতাংশ এবং ২৪-৬০ লাখ টাকা পর্যন্ত ৩ শতাংশ পরিমাণে টার্নওভার কর প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপও প্রশংসনীয় বলে ড. *মোয়াজ্জেম* উল্লেখ করেন। তবে একই সাথে ইন্টারনেট সেবার ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ ভ্যাট কিছুটা কমানো উচিত বলে তিনি মত দেন। পুঁজিবাজারে শিল্পখাতের অবদান উজ্জীবীত করার জন্য সরকার ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ডিভিডেন্ড আয় করের আওতামুক্ত রেখেছে এবং পরিশোধিত মূলধনের ২০ শতাংশ শেয়ার অফলোড করা হলে ১০ শতাংশ কর ছাড়ের সুযোগ দেয়া হয়েছে। ড. *মোয়াজ্জেমের* মতে পুঁজিবাজারের কাঠামোগত উন্নয়ন না করে এ ধরনের আর্থিক প্রণোদনা দ্বারা পুঁজিবাজার স্বল্পমেয়াদে স্থিতিশীল হলেও দীর্ঘমেয়াদে অস্থিতিশীল থেকে যাবে।

২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে বিদ্যুৎ খাতে মোট বরাদ্দ হলো ৭,৯০১.৩ কোটি টাকা যা ২০১২ সালের এডিপির চেয়ে ৯.৬ শতাংশ বেশি। এ খাতে সরকার ১৩টি প্রকল্প চিহ্নিত করে সেগুলো ২০১৩ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল। এগুলোর মধ্যে একটি মাত্র প্রকল্প সম্পূর্ণরূপে শেষ করা সম্ভব হবে বলে সিপিডি মনে করে। বাকি ১২টি প্রকল্পের মধ্যে দুইটি প্রকল্প ৯০ শতাংশ, চারটি প্রকল্প ৭৫ শতাংশ এবং ছয়টি প্রকল্প ৫০ শতাংশের মতো সম্পাদন হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করা না হলে 2D সিসমিক সার্ভে, গ্যাস সঞ্চালনা পাইপলাইন এবং কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ পিছিয়ে থাকবে। এসব প্রকল্প আংশিক সম্পাদিত হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ খাতে ঘাটতি এ বছরও বজায় থাকবে। তবে BAPEX কে শক্তিশালীকরণ এবং রাজশাহী গ্যাস ট্রান্সমিশন পাইপলাইন প্রকল্প এ বছর সম্পাদন করা সম্ভব বলে ড. *মোয়াজ্জেম* মন্তব্য করেন।

বাজেটে পরিবেশ, আবহাওয়া পরিবর্তন এবং দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে ৪০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠনের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ টাকা কোথায়, কোন প্রকল্পে ব্যবহৃত হবে এ নিয়ে বিস্তারিত কোনো পদক্ষেপের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। ফলে তহবিল গঠিত হলেও এর কার্যক্রম এবং উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হবে তা একটি উদ্বেগের বিষয়। গ্রামীণ উন্নয়নের কার্যক্রম হিসেবে সুপেয় পানি প্রাপ্তির লক্ষ্যে ৪২,০০০ নিরাপদ পানির উৎস স্থাপনার প্রস্তাব সরকার প্রদান করলেও বাজেটে এর জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়া স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করার লক্ষে আলাদা বাজেট প্রণয়ন সমীচিন বলে ড. *মোয়াজ্জেম* মন্তব্য প্রদান করেন।

সামাজিক খাত

এবারের বাজেটে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি এবং ব্যয় সমন্বয় করতে গিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সরকারকে ব্যয় সংকোচন করতে হয়েছে, সিপিডির মতে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম এবং শহরের মধ্যকার শিক্ষা ব্যবস্থার পার্থক্য দূরীকরনের জন্য মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের ব্যবস্থাসহ ৩০৬টি 'মডেল' উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১৬৪টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। কিন্তু এ জন্য তহবিল যথেষ্ট পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। বাজেটে মহিলা উদ্যোক্তাদের সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য ১০০ কোটি টাকার একটি তহবিল ঘোষণা করেছে। এছাড়া নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আলাদা এবং বিশেষ ঋণ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, ১৫ শতাংশ পুনরায় অর্থায়নের (refinancing) স্কীম মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে শহুরে গরীব অধিবাসীদের জন্য সরকার প্রচুর ক্লিনিক তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেখানে ৩০ শতাংশ কম খরচে এই অধিবাসীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হবে। তবে এজন্য যে পরিমাণ বরাদ্দ থাকা উচিত তা এখনও পরিলক্ষিত হয়নি বলে ড. *মোয়াজ্জেম* মত প্রকাশ করেন।

সামাজিক নিরাপত্তা খাত ও নীতিগত সংস্কার

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটে মোট বরাদ্দ ১১.৮৭ শতাংশ, যা জিডিপির ২.১৪ শতাংশ। ড. *মোয়াজ্জেম* বলেন, সকল জনগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাজেটে এ খাতে মোট বরাদ্দ আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল।

কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য নীতিগত সংস্কার ও নীতির বাস্তবায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা সিপিডির একটি প্রতিবেদনে পূর্বে বলা হয়েছে। নীতি সংস্কারের এ কর্মসূচিগুলোর ক্ষেত্রে সরকার অনেকটা পিছিয়ে যাচ্ছে বলে সিপিডি মনে করে। এরই সূত্র ধরে ড. *মোয়াজ্জেম* এ অর্থবছরের বাজেটের নীতিগত সংস্কারের দিকটি বিশ্লেষণ করেন। বাজেটে চিহ্নিত ৩৫১টি নীতিগত সংস্কার কর্মসূচির মাঝে ২০৩টি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, ১৩১টি নীতি সংস্কারের কাজ বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে এবং সাতটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি। ড. *মোয়াজ্জেমের* মতে যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে তা অনতিবিলম্বে নিবিড় পর্যবেক্ষণসহ বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি সরকারের কিছু সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডে বৈপরীত্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এগুলো নিম্নরূপ:

- সরকার টাকা পাচার রোধের উদ্দেশ্যে 'অ্যান্টি মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট ২০১২' ঘোষণা করার পাশাপাশি কালো টাকা সাদা করাকে উৎসাহিত করেছে।
- উপজেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে 'উপজেলা পরিষদ আইন ২০১১' ঘোষণা করা হলেও উপজেলায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও এ লক্ষ্যে গৃহীত কর্মকাণ্ডের জন্যে কোনো তহবিল গঠনের উদ্যোগ গৃহীত হয়নি।
- বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে গত অর্থবছরে অবকাঠামো তহবিল (বিআইএফএফএল) গঠন করার উদ্যোগ নিলেও এখনও পর্যন্ত তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হয়নি।

সরকার নীতি সংস্কারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও এ ধরনের বৈপরীত্যের কারণে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ফল পাওয়া সম্ভব হয় না বলে ড. *মোয়াজ্জেম* মনে করেন। তবে নীতি সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারের একটি সফল পদক্ষেপ হলো কর প্রশাসন বা ভ্যাট সংক্রান্ত আইন সংস্কার যা ২০১৫ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বর্তমান বিদ্যুৎ সংকটের প্রেক্ষাপটে কয়লা নীতির দ্রুত বাস্তবায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন।

উপসংহার

সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও নীতির প্রয়োগের ওপর ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটের সফলতা নির্ভর করে বলে ড. *মোয়াজ্জেম* মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন বাজেটে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা পরিলক্ষিত হয়নি। ভর্তুকি ও কৃষি দ্রব্যের মূল্য, জ্বালানি ক্ষেত্রে সমন্বয়, কালো টাকা সাদা করার উদ্যোগ সংক্রান্ত পদক্ষেপ – এগুলোর কোনোটিতেই সরকারের অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয়। এছাড়া বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আইএমএফ কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন শর্তাবলীর প্রেক্ষিতে সরকারের অবস্থান ও উদ্যোগের কোনোরূপ আভাস বাজেটে পরিলক্ষিত হয়নি। উপসংহারে ড. *মোয়াজ্জেম* আবারও ২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজেটকে বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে প্রণীত সর্বশেষ বাজেট বলে উল্লেখ করেন যার পুরোটা বাস্তবায়নের জন্য সরকার সুযোগ পাবে। এ উচ্চাভিলাসী বাজেট বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বেও বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে জটিলতা সৃষ্টি হবে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন। আর তাই বাজেটের সফল বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে ড. *মোয়াজ্জেম* তার বক্তব্য শেষ করেন।

নির্ধারিত আলোচকবৃন্দের বক্তব্য

ড. তারিক সাইফুল ইসলাম, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. *তারিক সাইফুল ইসলাম* বাজেট বিষয়ক বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য সম্মানিত সভাপতি এবং সিপিডিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি তথ্যবহুল এবং চমৎকার বিশ্লেষণসহ একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম এবং সিপিডির সকল গবেষকদের প্রশংসা করেন। বক্তব্যের শুরুতে তিনি সরকারের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেট নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন রাজস্ব বাজেট সবসময় উদ্বৃত্ত থাকে। তবে এর খুব সামান্য অংশই উন্নয়ন বাজেটে স্থানান্তরযোগ্য। ফলে সরকারকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করতে হয়, যা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় বলে তিনি মনে করেন। কেননা অধিক ঋণ গ্রহণ এবং এর বিপরীতে সুদ প্রদান করতে গিয়ে সরকার আরও বেশি ঋণের বোঝায় নিমজ্জিত হচ্ছে। ড. *তারিক* সিপিডির বিশ্লেষণের সাথে একমত প্রকাশ করে এক বছরে ০.৯ শতাংশ অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি (এ বছর প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৭.২ শতাংশ) আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেন। তিনি বলেন, প্রবৃদ্ধি বিনিয়োগের ওপর এবং বিনিয়োগ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। পূর্ববর্তী বছরের ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে এ বছরে ২৯.৬ শতাংশে উন্নীত না হলে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। তাই সরকারের ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রার বাস্তব রূপায়ন প্রায় অসম্ভব বলে তিনি মনে করেন। আলোচনার এ পর্যায়ে তিনি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পদ্মা সেতুতে অর্থায়নের উৎস একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু বলে মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন সব

সরকারই তার জনপ্রিয়তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উন্নয়ন বাজেটের কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রতি মনযোগী থাকে। ফলস্বরূপ বৈদেশিক ঋণের সুদ প্রদানে ঋণের বোঝা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সুদের হার বৃদ্ধি পেয়ে অসহনীয় পর্যায়ে যাওয়ার পূর্বেই তিনি সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানান। এ লক্ষ্যে ক্রমাগত ঋণ গ্রহণ করে সরকারকে ঋণ ফাঁদে না পড়ার পরামর্শ দিয়ে ড. *তারিক* তার বক্তব্য শেষ করেন।

জনাব আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী, প্রাক্তন পরিচালক, রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

জনাব আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী তার বক্তব্যের শুরুতে বলেন বাজেটে আয় ও ব্যয় উভয়ের ঘাটতির দায়ভার সরকারের ওপর বর্তায়। এই ঘাটতির প্রতিফলন সাধারণ জনগণের ওপরও পড়ে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে সরকার বিভিন্ন খাতে যে বিনিয়োগ করে তার সুফল অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ জনগণ ভোগ করতে পারে না। *জনাব আওয়াল খান চৌধুরীর* মতে, উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের আয়ের পথ সীমিত। উত্তরাঞ্চলের এই প্রান্তিক কৃষিজীবি ও ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবার জন্য প্রত্যাশিত কোনো প্রণোদনা বা প্যাকেজ বাজেটে রাখা হয়নি বলে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেন। উত্তরাঞ্চল সমগ্র দেশের খাদ্যশস্যের তিন ভাগের দুই ভাগের যোগানদার। অথচ এ অঞ্চলে কৃষিকাজের জন্য পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের অভাব রয়েছে যার ফলে কৃষি উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত (বৃষ্টি থেকে) পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। নদী-নালাও বর্তমানে প্রায় পানিশূন্য। অন্যদিকে বিগত ৪০ বছর ধরে অবিরাম ব্যবহৃত গভীর নলকূপের পানি ব্যবহারের ফলে কৃষি জমিতে আয়রনের স্তর পড়ে যাচ্ছে। ফলে ধীরে ধীরে কৃষির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং পর্যাপ্ত পানির অভাবে কৃষির উন্নত সম্ভাবনা ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে। *জনাব চৌধুরী* উত্তরাঞ্চলের কৃষির স্বার্থে পানি সরবরাহের জন্য কোনো প্যাকেজ বা প্রণোদনা বাজেটে বরাদ্দ থাকা উচিত বলে মনে করেন। এ পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী এবং সম্ভাবনাময় রাজশাহী রেশম শিল্প সম্পর্কে বলেন রেশম উৎপাদন শিল্প এবং বাণিজ্য এই দুই খাতের আওতায়ই আসে। তিনি আরও বলেন, রাজশাহীর রেশম শিল্পের জন্যও বাজেটে আলাদা বরাদ্দ থাকা উচিত। কেননা এতে এ শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের আয়ের পথও উন্মুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন কৃষি অথবা রেশম খাতের জন্য ব্যাংক থেকে পর্যাপ্ত ঋণ নেয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই, যা অর্থের যোগান সরবরাহের পথে অন্যতম অন্তরায়। পরিশেষে *জনাব আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী* উত্তরাঞ্চলে উৎপাদিত শস্যপণ্য সরাসরি বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে উক্ত অঞ্চলে শস্য গুদাম এবং কার্গো বিমান চালু করার প্রস্তাব উত্থাপন করে বক্তব্য শেষ করেন।

মুক্ত আলোচনা

বাংলাদেশে আয় বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড *এন কে নোমানের* মতে বর্তমান বাংলাদেশে আয় বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে। জনগণের আয় বৃদ্ধি পেলেও এর সুফল শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ভোগ করছে। ফলে ধনীক শ্রেণী আরও ধনী এবং গরীবরা আরও গরীব হচ্ছে। বর্তমানে ১০ শতাংশ মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে বাজেটে আয়করের সীমা না বাড়িয়ে নিম্নতম করের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে গরীবদের ওপর করের বোঝা বেড়ে আয় বৈষম্য আরও প্রকট হবে

বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন এ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থের বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় কম ধার্য্য করা হয়েছে যা আয় বৈষম্য সমন্বয়ের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করবে।

এ প্রসঙ্গে রাজশাহীর প্রাক্তন সংসদ সদস্য *মিজ জাহান পান্না* বলেন বিভিন্ন বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ করে বাংলাদেশে ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এ কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ থাকে না এবং প্রাপ্ত মুনাফা গুটিকয়েক লোকের হাতে কুক্ষিগত থাকে। ফলে আপামর জনসাধারণ এ ধরনের বৈদেশিক বিনিয়োগের সুফল থেকে বঞ্চিত থাকে যা আয় বৈষম্যের অন্যতম কারণ বলে *মিজ পান্না* মনে করেন। তার মতে শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থ বিবেচনা না করে সামাজিক উন্নয়ন বিবেচনার লক্ষ্যে বাজেটে আয়ের সমবণ্টনের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রয়োজন ছিল।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রাক্তন পরিচালক *জনাব বদিউজ্জামান* বাজেটে আয়করের সীমা ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন কর ৩,০০০ টাকা করার পদক্ষেপের সমালোচনা করেন। তার মতে আয়করের সীমা হওয়া উচিত ছিল ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা এবং সর্বনিম্ন করের পরিমাণ ২,০০০ টাকা থেকে একবারে ৩,০০০ টাকা না করে পর্যায়ক্রমে বাড়ানো উচিত। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন কোনো ব্যক্তি মাসিক ২০,০০০ টাকা আয় করলে তার বাৎসরিক মোট আয় দাঁড়ায় ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা। কিন্তু সেই ব্যক্তির পক্ষে ৩,০০০ টাকা কর প্রদান করা অত্যন্ত কষ্টকর। রাজশাহী কলেজের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক *ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর মজুমদার* বাংলাদেশের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থে করের পরিমাণ কম নির্ধারণ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন।

খাদ্য মজুদ

অধ্যাপক নোমান বাজেটে খাদ্য মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত প্রকল্পগুলো বেসরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়নের প্রস্তাবনা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে সরকার শুধু তথ্য সংরক্ষণ করে বেসরকারি খাতে দায়িত্ব অর্পণ করলে অনেক কম খরচে এবং দক্ষতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নপূর্বক খাদ্য মজুদ বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিদ্যুতের দাম সহনীয় পর্যায় ছাড়িয়ে যেতে পারে

বাজেটে বিদ্যুৎ খাতে অধিক ব্যয় বৃদ্ধির ফলে বিদ্যুতের দাম সহনীয় পর্যায় ছাড়িয়ে যাবে বলে *জনাব বদিউজ্জামান* শঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন সরকার বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির পর প্রায়শই ব্যবহারের তুলনায় অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল প্রাপ্তি ঘটে। তিনি এ সমস্যার আশু সমাধানের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করে জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক *জনাব আলাউদ্দিন আহমেদ* বলেন, বাজেটে কৃষি খাতের চাইতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে গ্রাম ও শহুরে এলাকায় বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে।

রাজশাহী অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দের দাবী

রাজশাহী অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা উচিত বলে বক্তারা মন্তব্য প্রদান করেন। নির্ধারিত আলোচক জনাব আবদুল আওয়াল খান চৌধুরীর সাথে একমত পোষণ করে রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক *জনাব মোঃ জামাত খান* বলেন, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের পরও বাজেটে উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের স্বার্থে কোনো প্রণোদনা ঘোষিত হয়নি। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব এবং পানির স্তর ক্রমাগত নিচে নেমে যাওয়ার ফলে উত্তরাঞ্চলের কৃষি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জমির উর্বরতা কমে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। আবার গঙ্গা ব্যারেজ বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাজেটে এর জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ দেয়া হয়নি বলে *জনাব জামাত খান* আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্প রক্ষার্থে দীর্ঘদিন আন্দোলন করা হলেও বাজেটে এ শিল্পের উন্নয়নে কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। তার এ বক্তব্যের পক্ষে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক আইনজীবি *জনাব মোঃ এনতাজুল হক*। তিনি বলেন রেশম কারখানা ২০০২ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনগোষ্ঠী বেকার হয়ে পরে, তাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

রাজশাহী ইউপি চেয়ারম্যান *জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ* রাজশাহী অঞ্চলকে বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডার হিসেবে আখ্যায়িত করে উত্তরাঞ্চলের সব কৃষি প্রকল্পের জন্যই বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। তার এ বক্তব্যের পর একই প্রস্তাবনা প্রদান করেন রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সাংগঠনিক সম্পদক *জনাব দেবাশীষ প্রামাণিক দেবু*।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের অধ্যাপক *ড. সাদেকুল আরেফিন মাতিনের* মতে উত্তরাঞ্চল খরা প্রবণ এলাকা বলে কৃষিকার্যের সুবিধার্থে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা উচিত।

রাজশাহীর দৈনিক সোনালী সংবাদের সভাপতি *জনাব নাসিরের* মতে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত ৪০০ কোটি টাকার ৫০ শতাংশ রাজশাহী সেচ প্রকল্পের কল্যাণে ব্যবহার করা উচিত।

আঞ্চলিক বাজেট প্রণয়ন

সংলাপে বক্তারা আঞ্চলিক বাজেট প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। *জনাব মোঃ জামাত খান* আঞ্চলিক ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়নের সুপারিশ করেন। তার মতে সামরিক খাতে বরাদ্দ কমিয়ে সেই অর্থ আঞ্চলিক বাজেটে বরাদ্দ রাখলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক খাতের উন্নয়ন ঘটবে।

রাজশাহীর দৈনিক সোনার দেশের নির্বাহী সম্পাদক *জনাব হাসান মিল্লাত* বলেন কেন্দ্রীভূত বাজেটের ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজেট প্রণয়নে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা থাকা প্রয়োজন এবং তা প্রদান করা হলে জেলাভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভব। তাই তিনি আঞ্চলিক বাজেট প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া *অধ্যাপক মতিন* উত্তরাঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে আঞ্চলিক বাজেট প্রণয়নের পক্ষে মত দেন।

নারী উন্নয়নের জন্য বাজেটে পৃথক বরাদ্দ

মিজ জাহান পান্না তৃণমূল নারীদের জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ রাখার দাবী উত্থাপন করেন। বাজেটে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও এই অর্থের সঠিক বিভাজন নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। কেননা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থ বরাদ্দ থাকলেও অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম লক্ষ করা যায়। তাই এ সমস্যার প্রতিকারে জাহান পান্না সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তার এ বক্তব্য সমর্থন করেন রাজশাহীর আইনজীবী *মিজ সৈয়দা শামসুন্নাহার মুক্তি।* তিনি বলেন, উত্তরাঞ্চল মানব পাচারের একটি নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য। আর নারীদের কর্মসংস্থান হলে এ দারিদ্র্য লাঘব হবে বলে *সৈয়দা শামসুন্নাহার মুক্তি* অভিমত প্রকাশ করেন। তাই বাজেটে নারীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পৃথক বরাদ্দ প্রয়োজন বলে তিনি মত দেন।

রাজশাহী জেলা ব্যবসায়ী ফোরামের সভাপতি *মিজ রোজেটি নাজনীন* বলেন, বাজেটে ১০০ কোটি টাকা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ করা হলেও জামানত ব্যতীত এ টাকা পাওয়া সম্ভব হয় না। শুধু তাই নয়, ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও নারীদের নানারূপ ভোগান্তির শিকার হতে হয়। তাই বাজেটে অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি ওই অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ জানান।

শুধু বৈদেশিক ঋণ দিয়ে ঘাটতি বাজেটের অর্থায়ন সম্ভব নয়

সরকার বৈদেশিক ঋণ দ্বারা ঘাটতি বাজেটের অর্থায়নের পরিকল্পনা করলেও অনেক সময় শেষ পর্যন্ত সময়মতো কাঙ্ক্ষিত ঋণ পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে সরকারকে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয়। কিন্তু ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত ঋণ নেয়ার ফলে অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায় বলে রাজশাহী চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রাক্তন পরিচালক *জনাব বদিউজ্জামান* মত প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সম্পাদক *জনাব লিয়াকত আলী লিকুর* মতে ঘাটতি বাজেটের অর্থায়নে বৈদেশিক ঋণ পাওয়া গেলেও দুর্নীতির কারণে সেই অর্থের যথাযথ ব্যবহার হয় না, ফলে ঘাটতি থেকেই যায়।

জনাব মোঃ এনতাজুল হক বলেন অভ্যন্তরীণ ঋণ ছাড়া শুধু বৈদেশিক ঋণ দ্বারা ঘাটতি বাজেটের অর্থায়ন করা সম্ভব নয়।

কালো টাকা সাদা করার প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক *ড. মোহাম্মদ আলী* বাজেটে কালো টাকা সাদা করার প্রস্তাবের নিন্দা জানান। তার মতে এ পদ্ধতির প্রচলন রাখার অর্থ হলো পরোক্ষভাবে অবৈধ উপার্জনকে সমর্থন করা। আর তাই তিনি বাজেটে এ পদ্ধতি বিলুপ্ত করে অবৈধ আয় উপার্জনকারীদের শাস্তি দাবী করেন।

দেশে খাদ্য ঘটতির মূলে রয়েছে বিশাল জনসংখ্যা

জনাব লিয়াকত আলী লিকুর মতে বাজেটে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। তার মতে দেশে খাদ্য ঘাটতির মূলে রয়েছে এ বিশাল জনসংখ্যা। শুধু তাই নয়, বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার পেছনেও এ বর্ধিত জনসংখ্যার প্রভাব রয়েছে। তাই বাজেটে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত পূর্বক পর্যাপ্ত বরাদ্দ রেখে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন।

বাজেটের গুণগত বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. *ইলিয়াস হোসেন* বলেন বাজেটের সংখ্যাবাচক বিশ্লেষণের পাশাপাশি গুণগত বিশ্লেষণও আবশ্যক। কেননা বাজেটে কোন খাতে কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তা বিবেচনার পাশাপাশি ওই অর্থ দ্বারা নির্ধারিত কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তা পরিমাপ করাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

ড. *দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য* সংলাপের মাননীয় সভাপতি, সম্মানীয় শিক্ষকবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীকে সারগর্ভ, বাস্তবধর্মী এবং ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনামূলক আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি তার বক্তব্যের শুরুতে রাজশাহী অঞ্চলের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ এবং বাজেট পূর্ব আলোচনায় উত্তরাঞ্চলের অংশগ্রহণ করার সুযোগ না পাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আক্ষেপ ও অনুযোগের প্রেক্ষিতে সিপিডিকে ক্ষমতার অংশ হিসেবে না দেখে ক্ষমতায় পৌঁছানোর কণ্ঠস্বর হিসেবে দেখার আহ্বান জানান। এবং এ প্রসঙ্গে সিপিডির সাথে মতবিনিময় করে, তথ্য দিয়ে সেই কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করারও আহ্বান জানান। একই সাথে ড. *দেবপ্রিয়* কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজশাহীবাসীর চাহিদা ও অনুযোগ পৌঁছানোর জন্য এ এলাকার জনপ্রতিনিধি, পৌরসভা ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, বড় বড় পেশাজীবি যেমন ব্যবসায়ী সংগঠন ও এনজিওর ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ করেন।

তিনি প্রবৃদ্ধির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রবৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৪-৫ শতাংশ হবে বলে অধ্যাপক এন কে নোমানের সাথে একমত পোষণ করেন। ব্যাখ্যাস্বরূপ ড. *দেবপ্রিয়* বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির ৫০-৫৫ শতাংশ হলো সেবাখাত। ফলে সেবাখাতের প্রবৃদ্ধি যদি শতকরা ৫-৬ হারে বাড়তে থাকে তাহলে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি শতকরা ৩ থেকে ৪-এর বেশি হারে বাড়বে। এর পাশাপাশি যদি কৃষি ও অন্যান্য শিল্প শতকরা ১-২ হারে বৃদ্ধি পায়, প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫-৬ হার হওয়া সম্ভব। কিন্তু চ্যালেঞ্জ হলো প্রবৃদ্ধির হারকে ৭-৮ বা প্রয়োজনে ১০-এ নিয়ে যাওয়া। সেক্ষেত্রে শুধু সেবাখাত নয় বরং কৃষি, শিল্পসহ অর্থনীতির অন্যান্য সকল খাতের ওপর ভিত্তি করেই হতে হবে। এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাখবে শিল্পখাত যেখানে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং সে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ড. *দেবপ্রিয়* মনে করেন। আয় বৈষম্যের ব্যাপারটিকে তিনি একটি আপাতবিরোধী ঘটনা (paradox) বলে উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আয় বৈষম্য হ্রাস পেলেও বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। আয় বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার পেছনে তিনি বিশ্বব্যাংকের ব্যাখাও উপস্থাপন করেন, যা হলো – ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেট সহ অন্যান্য

অঞ্চলে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বেশি থাকার কারণে আয় বৈষম্য হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু গভীরে আলোকপাত করলে দেখা যায় এ অসাম্য শহরে কমলেও গ্রামাঞ্চলে স্থবির অবস্থায় রয়ে গেছে, কারণ রেমিট্যান্সের সুযোগ থেকে অতিদরিদ্ররা বঞ্চিত। ফলে তা গ্রামাঞ্চলে বৈষম্য বাড়াচ্ছে। অতএব এ আয় বৈষম্য এবং আঞ্চলিক অসাম্যের ক্ষেত্রে আরও বেশি গবেষণার সুযোগ এবং প্রয়োজন আছে বলে ড. *দেবপ্রিয়* মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন বিভিন্ন এনজিও গরীবদের উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্নভাবে তাদের সাহায্য করে ঋণ বাজারের আওতায় নিয়ে আসলেও এর সুফল অতিদরিদ্রদের নিকট পৌঁছায় না। এক্ষেত্রে তার মতে শুধু উন্নয়ন কার্যক্রম পরিমাপ করে নয় বরং কার জন্য এ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে সেটিরও মূল্যায়ন প্রয়োজন। কেননা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর সাথে জড়িত।

ড. *দেবপ্রিয়* করের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন বাংলাদেশে কর আরোপ করে আয়ের পুনর্বিন্যাসের চাইতে ব্যয়ের মাধ্যমে পুনর্বণ্টন বা পুনর্বিন্যাস অধিক কার্যকর। কারণ বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে করের চেয়ে সরকারি খাতে ব্যয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। তবে তিনি কর আরোপের খাত সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ধনী ব্যক্তিদের দৃশ্যমান সম্পদের ওপর করারোপের প্রস্তাবনা দেন। তার মতে কোনো ব্যক্তি তার আয় সম্পদ গড়ার ক্ষেত্রে বাড়ি-গাড়ির পেছনে ব্যয় করছেন, আবার কোনো ব্যক্তি তার আয় মোবাইল বিলের পেছনে ব্যয় করছেন, যা সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী দু'টি ব্যয়। তাই আয়ের সাথে সম্পদের সামঞ্জস্য করে করারোপ করা যুক্তিযুক্ত বলে ড. *দেবপ্রিয়* মনে করেন। তার মতে বাংলাদেশের কর কাঠামোতে দুইটি বড় ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে যা নিম্নরূপ:

(১) পরোক্ষ করের চাইতে প্রত্যক্ষ কর প্রাপ্তির হার ২০০৬ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(২) বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে বা আমদানি শুল্ক থেকে প্রাপ্ত আয় কমে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে (ভ্যাট, কর) অর্জিত আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যা অর্থনীতিকে অভ্যন্তরীণভাবে শক্তিশালী করছে।

ড. *দেবপ্রিয়* অর্থায়নের ক্ষেত্রে উৎস খোঁজার চাইতে সেই অর্থ কোন কার্যক্রমে ব্যয় করা হচ্ছে তার ওপর বেশি জোর প্রদান করেন। কারণ অনেক সময়ই দেখা যাচ্ছে উদ্বৃত্ত অর্থ বা বৈদেশিক ঋণের বেশির ভাগ অংশ পূর্ববর্তী ঋণের সুদ পরিশোধ অথবা বেতন-ভাতা প্রদানেই ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এর একটা অংশ অবশ্য ভর্তুকির জন্যও ব্যয় হচ্ছে। ফলে এতে কোনোরূপ ভৌত সম্পদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কৃষিখাতে কৃষক কৃষিদ্রব্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না বিধায় শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয় আয় বৈষম্যে এর প্রভাব পড়ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ড. *দেবপ্রিয়* কুইক রেন্টালকে গত অর্থবছরে বাজেটের তথা সামগ্রিক অর্থনীতির শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী হিসেবে অভিহিত করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে কুইক রেন্টালকে একটি সাময়িক জরুরি সমাধান হিসেবে গণ্য করা হয়। ধারণা করা হয়েছিল এর দ্বারা তিন বছর সময়কালের মধ্যে ৬০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হবে, যেখানে গ্যাসও উৎপাদিত হবে। পরবর্তীতে বছরের পর বছর লক্ষ করা যায় যে বড় বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলোর কিছু অ-অনুমোদিত রয়ে গেছে, আর যেগুলো অনুমোদন পেয়েছে তা অর্থায়নের অভাবে কার্যক্রম চালু করতে পারছে না। উপরন্তু গ্যাস উত্তোলন সংক্রান্ত সমস্যারও পূর্ণ সমাধান পাওয়া যায়নি। এই কুইক রেন্টাল কার্যক্রমের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ হিসেবে ভর্তুকি প্রদান করে জ্বালানি তেল আমদানি করা হলো যার ফলে লেনদেন ভারসাম্যে তার নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়। কুইক রেন্টালকে কেন্দ্র করে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সাথে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের অভাব হওয়ার ফলে বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি তথা

বাজেটের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হলো। এ প্রেক্ষিতে তিনি যত দ্রুত সম্ভব কুইক রেন্টাল থেকে বের হয়ে আসার একটি পরিকল্পনা তৈরির পরামর্শ দেন। ড. *দেবপ্রিয়* বক্তাদের আঞ্চলিক বাজেটের প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন। তবে তিনি প্রথমে স্থানীয় বাজেট প্রণয়ন করে পরবর্তী পর্যায়ে আঞ্চলিক বাজেট প্রণয়নের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

তিনি বক্তাদের সাথে একমত প্রকাশ করে রাজশাহী রেশম শিল্প ও উত্তরাঞ্চলের সেচ প্রকল্পের জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেন। ড. *দেবপ্রিয়* বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিশেষত নেপাল ও ভুটানের সাথে বাণিজ্য কার্যক্রমে রাজশাহী অঞ্চলকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করলে তা বাণিজ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে উপস্থিত বক্তাদের এই প্রস্তাবের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। তিনি পরিবহন কাঠামো এবং মংলা বন্দর উন্নত করে রাজশাহীকে ট্রানজিট রুট হিসেবে অনুমোদন দেওয়াকে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন। বাজেটে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য মোট বরাদ্দ ১১.৮৭ শতাংশ যা গত অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ২ শতাংশ কম। শুধু তাই নয়, লক্ষণীয় যে, সামাজিক নিরাপত্তা খাতও পর্যাপ্ত বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মূলত সরকার ভর্তুকির ক্ষেত্রে অধিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করতে গিয়ে সামাজিক খাতে ব্যয় সংকোচন করেছে। ড. *দেবপ্রিয়ের* মতে, আর্থিক সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে এভাবে সামাজিক খাতে কম বরাদ্দ প্রদান মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

বৃদ্ধি প্রাপ্ত জনসংখ্যা বর্তমানে বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা। ড. *দেবপ্রিয়ের* মতে পূর্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ছিল এবং বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য শ্রমবাজারে পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল। কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব কম। অনেকের মতে ২০২৫-৩০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি স্থির অবস্থায় পৌঁছালেও মোট জনসংখ্যা ৩০ কোটিতে উন্নীত হবে। এ বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যার পর্যাপ্ত মৌলিক চাহিদা পূরণ সরকারের পক্ষে হবে কঠিন বলে ড. *দেবপ্রিয়* শঙ্কা প্রকাশ করেন এবং এ লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তার মতে বাজেটের সংখ্যাবাচক মূল্যায়নের পাশাপাশি গুণগত মূল্যায়নও হওয়া উচিত। কারণ বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ থাকলেই হবে না, ওই বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে কার্য সম্পাদন হয়েছে কি না তারও একটি মূল্যায়ন প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে বাজেটের গুণগত বিশ্লেষণও আবশ্যক বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়া না হলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন বাধা থেকেই যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানদের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ের প্রতিবেদন এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা সভা আয়োজনের পরামর্শ দেন।

পরিশেষে ড. *দেবপ্রিয়* উপস্থিত রাজশাহীর নাগরিকদের সৎ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদদের পক্ষে সমর্থন দেয়া এবং একই সাথে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল বিষয়ে রাজনীতির ঊর্ধ্বে যেয়ে দেশের ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান, ধীরে ধীরে যার প্রতিফলন দেশের রাজনীতিবিদদের চিন্তা-চেতনায়ও দেখা যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এর ফলস্বরূপ দেশের রাজনীতি এবং অর্থনীতি সবক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে ড. *দেবপ্রিয়* মনে করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

অধ্যাপক এম আব্দুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সিপিডি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে এ সংলাপ আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে, প্রধান অতিথি হিসেবে তাকে সম্মান দেয়ার জন্য *অধ্যাপক এম আব্দুর রহমান* তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। আয়োজিত সংলাপটি এবং সংলাপে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধ অত্যন্ত তথ্যবহুল এবং সমৃদ্ধশালী বলে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন। সংলাপে রাজশাহী অধিবাসীদের উত্থাপিত অভিযোগের উত্তরে *অধ্যাপক এম আব্দুর রহমান* উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী অধিবাসীদের এরূপ সংলাপ আয়োজনের আহ্বান জানান। আঞ্চলিক সুবিধা এবং বাংলাদেশ-ভারত ট্রানজিট সুবিধা পেতে হলে রাজশাহী অঞ্চলের পরিবহন কাঠামো আরও উন্নত হতে হবে বলে তিনি মনে করেন। অন্যথায় তার মতে অন্যান্য খাতে অর্থায়ন করেও খুব বেশি অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হবে না। সকল জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব। তাই বাজেটে সামাজিক খাতে সরকারকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। কিন্তু এ অর্থায়নের লক্ষ্যে সম্পদ আহরণে সরকারের ঘাটতি বাজেটের সফলতা নিয়ে *অধ্যাপক রহমান* শঙ্কা প্রকাশ করেন। সরকারি বিভিন্ন সংখ্যা বর্তমানে লোকসানের মুখে পড়েছে আর তাই ভর্তুকি দিতে সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে যা দেশের তারল্য সংকট বাড়াবে বলে তিনি মনে করেন। *অধ্যাপক রহমান* বলেন, অর্থনীতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুসারে সুদের হার হ্রাস বা বৃদ্ধির ওপর বিনিয়োগ পরিবর্তনশীল ধরা হলেও বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্তমানে ব্যাংকগুলো কম সুদের হারে ঋণ প্রদানে আগ্রহী হলেও ঋণের চাহিদা বর্তমানে কম। কারণ বর্তমান আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। এজন্য শুধু অভ্যন্তরীণ নয়, বৈদেশিক বিনিয়োগও আকৃষ্ট করা সম্ভবপর হচ্ছে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ঘাটতি বাজেট মূল সমস্যা নয়, মূল সমস্যা হচ্ছে দেশের দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং বাজেট বাস্তবায়নে দক্ষ লোকবলের অভাব। এ দু'টি বিষয়ে মনোযোগী না হলে উচ্চাভিলাসী বাজেট বাস্তবায়নে সরকারের ঋণের বোঝা আরও বেড়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্য

সংলাপের সভাপতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান *অধ্যাপক মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান* মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য সিপিডি এবং উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার সমাপনী বক্তব্য শুরু করেন।

তিনি বাংলাদেশের ১৬ কোটি জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে ২০১২-১৩ অর্থবছরের ১৯১,৭৩৮ কোটি টাকার বাজেট যথাযথ বলে মনে করেন এবং এই বাজেটের সফল বাস্তবায়নে আশাবাদ প্রকাশ করেন। বাজেটে রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়ন ও নতুন কর্মচারী নিয়োগের পদক্ষেপকে প্রশংসা করে কর আদায়ের লক্ষ্যে সরকারকে আরও বেশি উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানান। কর প্রদান সকল জনগণের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু কর ফাঁকি দেয়ার উদ্দেশ্যে অনেকেই তার মোট আয়ের পরিমাণ গোপন রাখে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোও পর্যাপ্ত মুনাফা লাভ করা সত্ত্বেও প্রায়শই কর ফাঁকি দিয়ে থাকে। *অধ্যাপক মোঃ মোয়াজ্জেম* বলেন সরকার এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়ে থাকে যার দ্বারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। তিনি এ ধরনের প্রণোদনাকে সরকারি ভর্তুকি বলে

গণ্য করেন। তিনি বলেন এ ধরনের কর ফাঁকির ফলস্বরূপ সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। তাই অতি সত্ত্বর সরকারকে কর প্রশাসনের আধুনিকায়ন ও কর আদায়ে জোরদার ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান। তার মতে, আঞ্চলিক বাজেট প্রণীত হলে কর আদায়ের কার্যক্রম আরও সফলভাবে করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন নীট আয়ের ওপর কর ধার্য্য না করে মোট আয়ের ওপর কর ধার্য্য করা উচিত।

সরকার শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে উদ্যোগী হলেও শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো প্রদানে বাজেটে কোনো আলাদা তহবিল ঘোষণা করা হয়নি বলে *অধ্যাপক মোঃ মোয়াজ্জেম* অক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি রেল মন্ত্রণালয়কে পৃথক করে এর জন্য ৪,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে সরকারের প্রশংসা করেন। তার মতে এ পদক্ষেপ দ্বারা রেলপথ উন্নয়নপূর্বক পরিবহন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে। তবে একই সাথে তিনি রেলের উন্নয়নে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরকারকে আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ার অনুরোধ জানান। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে আরও বেশি অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ সম্ভব যার দ্বারা অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে এ মন্তব্য প্রদান করে *অধ্যাপক মোঃ মোয়াজ্জেম* তার বক্তব্য শেষ করেন।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

(বর্ণানুক্রমে অনুসারে)

অধ্যাপক ড. শামসুল আলি	সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
মোসাঃ মৌসুমী আক্তার	সদস্য, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম
জনাব মোঃ আজমান	ঠিকাদার, আজমান এন্টারপ্রাইজ
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	চেয়ারম্যান, ৫নং হড়গ্রাম ইউপি, পবা, রাজশাহী
জনাব মোঃ আলাউদ্দীন আল-আজাদ	সভাপতি, লোকমোর্চা পবা উপজেলা, পবা, নওহাটা
জনাব রায়হান আনসারী	অধ্যাপক, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. এম জয়নুল আবেদীন	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব কাজী জুলফিকার আলী	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মোহাম্মদ আলী	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব মোঃ আবু বকর আলী	প্রাক্তন সভাপতি, রাজশাহী চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
জনাব মোঃ সদর আলী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সপুরা সিল্ক মিলস্
জনাব আলাউদ্দিন আহমেদ	যুগ্ম সম্পাদক, জেলা বিএনপি, মোহনা, ছোটবনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী
জনাব জালালউদ্দিন আহমেদ	পরিচালক, তৃণমূল
ড. খালেদ ইকবাল	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ
জনাব জাহিদুল ইসলাম	জেলা সমন্বয়ক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন
ড. তারিক সাইফুল ইসলাম	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব নাহিন ইসলাম	ছাত্র, রাজশাহী কলেজ
জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম	ছাত্র, বাংলাদেশ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
জনাব মোঃ মাজেদুল ইসলাম	প্রভাষক, মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব শফিকুল ইসলাম	সহ-সভাপতি, মেট্রোপলিটন প্রেসক্লাব
জনাব মোঃ শরীফ উদ্দিন	সাধারণ সম্পাদক, ইলেকট্রনিক্স টেকনিশিয়ান
জনাব সৈয়দ সালাহউদ্দিন	নির্বাহী পরিচালক, এসইডিএইপিও
জনাব মোঃ আকতার কালাম	সাবেক সম্পাদক, ইলেকট্রনিক্স, রাজশাহী জেলা
জনাব মোঃ সারওয়ার-ই-কামাল	নির্বাহী প্রধান, সিসিবিভিও
জনাব নূর মোহাম্মদ খসরু	স্বত্বাধিকারী, হোটেল এশিয়া
জনাব অমিয় খান	ছাত্র, রাজশাহী কলেজ
জনাব কবিরুর রহমান খাঁন	প্রাক্তন পরিচালক, রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
জনাব মুস্তাফিজুর রহমান খান	সভাপতি, স্ব-উন্নয়ন এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য, সুপ্র
জনাব মোঃ আজম খাঁন	প্রচার সম্পাদক, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ
জনাব মোঃ জামাত খান	সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ

জনাব মোঃ জিহাদ খান	সহ-সভাপতি, হকার্স মার্কেট, নিউমার্কেট, রাজশাহী
জনাব মোঃ ফারুক আজিজ খান	সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএসসিআইসি
অধ্যাপক মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান	চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব মোঃ আবদুল গণি	সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
মিজ মনি ঘোষ	সদস্য, বিডব্লিউসিসিআই, পরিচালক
জনাব আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী	প্রাক্তন পরিচালক, রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
জনাব বিমল চক্রবর্তী	আসাউস, রেশমপার, রাজশাহী
জনাব মোঃ সাইদ চৌধুরী	দপ্তর সম্পাদক, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ
জনাব হামিদুজ্জামান চৌধুরী	ব্যবসায়ী
জনাব নাজমুল্লাহ বিন তারিক	প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ
জনাব দেবাশিষ প্রামাণিক দেবু	সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
মিজ রোজেটি নাজনীন	নির্বাহী পরিচালক, এপিআরডি
জনাব দিলীপ কুমার নাথ	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. এ এন কে নোমান	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব পান্থ	ছাত্র, রাজশাহী কলেজ
মিজ জাহান পান্না	প্রাক্তন সংসদ সদস্য
জনাব বদিউজ্জামান	অবসরপ্রাপ্ত ডিজিএম
মিজ বিলকিস বানু	কাউন্সিলর জোন (৪), রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন
জনাব বাপ্পি	ব্যবসায়ী
মিজ শাহনাজ বেগম	শিক্ষক, হাই-কেয়ার
ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
জনাব মোঃ হোসেন মজিদ	পরিচালক, ডিএন্ডডিও
ড. মোঃ হুমায়ুন কবির মজুমদার	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ
ড. মোঃ সাদেকুল আরেফিন মাতিন	অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
জনাব কামরুল মনির	আইনজীবী
জনাব মোঃ মাসুদুল নবী মাসুদ	স্বত্বাধিকারী, সোনালী পোল্ট্রি
অ্যাডভোকেট শামসুন্নাহার মুক্তি	এপিপি, জর্জ কোর্ট
জনাব মোঃ আব্দুল করিম মোল্লা	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার, বিএসসিআইসি
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
জনাব রতন	সার্ভিস, হোটেল এশিয়া
অধ্যাপক এম আব্দুর রহমান	কোষাধ্যক্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. কে বি এম মাহবুবুর রহমান	অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	কৃষিবিদ
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা
জনাব রাকিব	ছাত্র, রাজশাহী কলেজ

জনাব এ কে এম ফজলে রাব্বী	সহকারী অধ্যাপক, রাজশাহী কলেজ
মিজ কল্পনা রায়	সাধারণ সম্পাদক, কর্মজীবি মহিলা পরিষদ
জনাব নূর হামিম রিজভী, বীর প্রতীক	কণ্ঠশিল্পী ও সঙ্গীত প্রযোজক, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী
জনাব সেলিম রেজা	প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব লিয়াকত আলী লিকু	সম্পাদক, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
জনাব আলিমা খাতুন লিমা	পরিচালক (কর্মসূচি), পার্টনার
জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ	সমন্বয়কারী, ব্লাস্ট, রাজশাহী
ড. অভিনয় চন্দ্র সাহা	অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
শ্রী কালিপদ সাহা	স্বত্বাধিকারী, পাবনা আয়রন স্টোর ও পলল শিলা টাইলস
অধ্যাপক মোঃ আব্দুস সুকুর	চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ
জনাব তানিয়া সুলতানা	প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব সেজান	ছাত্র, রাজশাহী কলেজ
জনাব অঙ্কুর সেন	আইনজীবী, জজ কোর্ট
ডা. সেলিনা	প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর
জনাব মোঃ আব্দুস সোবহান	নির্বাহী পরিচালক, পার্টনার
ড. এ এইচ এম জিয়াউল হক	চেয়ারম্যান এবং অধ্যাপক ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব এ এম এম আরিফুল হক	সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং শাখা প্রধান, সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড এবং সাধারণ সম্পাদক, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব মোঃ এনতাজুল হক	আইনজীবী, জজকোর্ট
জনাব মোঃ ফজলুল হক	প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মোহাম্মদ শামিমুল হক	সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ
জনাব জি এম হারুন	সভাপতি, বিএল সম্প্রীতি
ড. মোঃ ইলিয়াস হোসেন	সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ড. সৈয়দ মোশাররফ হোসেন	ডিজিএম, জনতা ব্যাংক লি.

সাংবাদিকদের তালিকা

(বর্ণানুক্রমে অনুসারে)

জনাব জাবীদ অপু	ফটোজার্নালিস্ট, রাজশাহী ব্যুরো
জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান	ক্যামেরাম্যান, চ্যানেল আই, রাজশাহী
জনাব পরিতোষ চৌধুরী আদিত্য	চীফ রিপোর্টার, দৈনিক নতুন প্রভাত, রাজশাহী
জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক ইত্তেফাক, রাজশাহী
জনাব মহিব্বুল আরেফিন	রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি, দি নিউ নেশন এবং আমাদের অর্থনীতি, রাজশাহী
জনাব রফিক আলম	রাজশাহী ব্যুরো চীফ, বাংলাবাজার পত্রিকা
জনাব আনোয়ার আলী	নিজস্ব প্রতিবেদক, ডেইলি স্টার, রাজশাহী
জনাব মোঃ লিয়াকত আলী	সম্পাদক, দৈনিক সোনালী সংবাদ, রাজশাহী
জনাব রফিকুল ইসলাম	স্টাফ রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ, রাজশাহী
জনাব মোঃ রায়হানুল ইসলাম	ক্যামেরাম্যান, ৭১ টিভি, রাজশাহী
জনাব মোঃ আবু খালিদ	নিজস্ব প্রতিবেদক, সোনার দেশ
মোঃ আব্দুস সাত্তার গোলাম	করেসপন্ডেন্ট, বৈশাখী টেলিভিশন
জনাব মোহাম্মদ জুলফিকার	নিজস্ব প্রতিনিধি, ইউএনবি
জনাব মাইনুল হাসান ডন	স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন
জনাব নাসির	সভাপতি, দৈনিক সোনালী সংবাদ, রাজশাহী
জনাব সৌমিত্র মজুমদার	৭১ টিভি, রাজশাহী
জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা মামুন	সম্পাদক, উত্তর জনপদ
জনাব সৈয়দ মাসুদ	ক্যামেরাম্যান, মাছরাঙা টেলিভিশন, রাজশাহী
জনাব হাসান মিল্লাত	নির্বাহী সম্পাদক, সোনার দেশ
জনাব হাসান রাজিব	রিপোর্টার, রেডিও পদ্মা, রাজশাহী
জনাব মোঃ সোহেল রানা	ক্যামেরাম্যান, ইটিভি, রাজশাহী
জনাব গোলাম রব্বানী	রিপোর্টার, মাছরাঙা টেলিভিশন, রাজশাহী
জনাব মাহফুজুর রহমান রুবেল	ক্যামেরাম্যান, দেশ টিভি, রাজশাহী
জনাব কামরুজ্জামান শাহীন	স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, দি ডেইলি সান, রাজশাহী
জনাব মোঃ সালাহউদ্দীন	ফটো সাংবাদিক, কালের কণ্ঠ, রাজশাহী
জনাব জিয়াউল গণি সেলিম	স্টাফ রিপোর্টার, দিগন্ত টেলিভিশন, রাজশাহী
জনাব শরীফ সুমন	স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, বাংলা নিউজ, রাজশাহী
জনাব সালাউদ্দীন সুমন	সময় টিভি, রাজশাহী
জনাব সাদিকুল ইসলাম স্বপন	ক্যামেরাম্যান, দিগন্ত টেলিভিশন, রাজশাহী
জনাব আইনুল হক	সিনিয়র রিপোর্টার, বাসস, রাজশাহী
জনাব ফজলুল হক	সম্পাদক, সোনার দেশ, রাজশাহী

জনাব সৌরভ হাবিব	এটিএন নিউজ, রাজশাহী প্রতিনিধি
জনাব মেহেদি হাসান	ক্যামেরাম্যান, ইটিভি নিউজ, রাজশাহী
জনাব মোঃ হিরো	সাংবাদিক, ডেইলি সান শাইন রাজশাহী
জনাব হুমায়ুন	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক আমাদের রাজশাহী